স্মারক নং- খুবি/ছাপ-১৫/৯৪ তারিখ: ১১/০৮/২০২৬ খ্রি.

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য র‍্যাগিং, বুলিং ও হয়রানি প্রতিরোধ সংক্রান্ত নির্দেশনা

১. খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে র‍্যাগিং, বুলিং, শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন, ভয়ভীতি প্রদর্শন, হুমকি, অপমান, লাঞ্ছনা, জোরপূর্বক কোনো কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণে বাধ্য করা এবং যেকোনো ধরনের শিক্ষার্থী হয়রানির ক্ষেত্রে **Zero Tolerance** নীতি অনুসরণ করা হবে।

২. কোনো শিক্ষার্থীকে নবীন/সহপাঠী/সিনিয়র, আবাসিক/অনাবাসিক, স্কুল/ ডিসিপ্লিন, সংগঠন বা অন্য কোনো পরিচয়ের ভিত্তিতে হেয় বা অপমান করা, ভয়ভীতি প্রদর্শন, মানসিক চাপ প্রদান বা অন্য যেকোনভাবে তার স্বাভাবিক শিক্ষা ও জীবনযাপনে বিঘ্ন সৃষ্টি করা যাবে না।

৩. পরিচিতি বা বন্ধুত্বের অজুহাতে কোনো শিক্ষার্থীকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে গান, নাচ, আবৃত্তি, অভিনয়, বক্তব্য প্রদান, শারীরিক কসরত, ব্যক্তিগত তথ্য প্রদান, অর্থ প্রদান অথবা অন্য কোনো র‍্যাগিং, বুলিং বা হয়রানিমূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণে বাধ্য করা যাবে না।

৪. কোনো শিক্ষার্থীকে শারীরিকভাবে আঘাত করা, বুলিং, হয়রানি, ধাক্কা দেওয়া, আটকানো, ঘেরাও করা, অশালীন ভাষা বা অঙ্গভঙ্গি করা, ভয় দেখানো, হুমকি দেওয়া কিংবা কোনো ধরনের মানসিক বা শারীরিক নির্যাতন করা যাবে না।

৫. সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, মেসেজিং অ্যাপ, অনলাইন গ্রুপ বা অন্য কোনো ডিজিটাল মাধ্যমে কোনো শিক্ষার্থীকে অপমান করা, হেয়প্রতিপন্ন করা, হয়রানি, ভয়ভীতি প্রদর্শন বা হুমকি দেওয়া যাবে না। কোনো শিক্ষার্থীর অনুমতি ছাড়া তার ছবি, ভিডিও, অডিও বা ব্যক্তিগত তথ্য ধারণ, সংরক্ষণ, প্রকাশ বা প্রচার করা যাবে না।

৬. কোনো শিক্ষার্থীকে কোনো ব্যক্তি, সংগঠন, দল বা গোষ্ঠীর কার্যক্রমে শিক্ষার্থীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে অংশগ্রহণে বাধ্য করা, চাঁদা/অর্থ আদায় করা অথবা ব্যক্তিগত স্বার্থে ব্যবহার করা যাবে না।

৭. শিক্ষার্থীদের পারস্পরিক বিরোধ, মতবিরোধ বা ভুল বোঝাবুঝির ক্ষেত্রে কোনো ধরনের সংঘর্ষ, মারামারি, হুমকি বা বলপ্রয়োগ না করে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে বিষয়টি সমাধানের উদ্যোগ নিতে হবে।

৮. র‍্যাগিং, বুলিং বা হয়রানির কোনো ঘটনা ঘটলে তাতে সরাসরি অংশগ্রহণের পাশাপাশি **প্ররোচনা, সহযোগিতা, আয়োজন, সমর্থন, অডিও/ভিডিও/ছবি ধারণ ও প্রচার অথবা ঘটনা গোপন করার চেষ্টা** করাও শৃঙ্খলাবিরোধী কর্মকাণ্ড হিসেবে বিবেচিত হবে।

৯. সকল শিক্ষার্থীকে সহপাঠিদের প্রতি সম্মান, সৌজন্য, সহনশীলতা ও দায়িত্বশীল আচরণ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হলো। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশকে নিরাপদ ও শৃঙ্খলাপূর্ণ রাখা সকল শিক্ষার্থীর দায়িত্ব।

১০. উপরোক্ত নির্দেশনা অমান্য করে অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো শিক্ষার্থী র‍্যাগিং, বুলিং, হয়রানি বা অন্য কোনো শৃঙ্খলাবিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িত হলে তার বিরুদ্ধে **খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের আচরণ শৃঙ্খলা অধ্যাদেশ-২০১৮ ও প্রচলিত বিধি-বিধান অনুযায়ী** প্রয়োজনীয় শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

কোনো শিক্ষার্থী র‍্যাগিং, বুলিং, হয়রানি বা অন্য কোনো শৃঙ্খলাবিরোধী কর্মকাণ্ডের শিকার হলে অথবা এ ধরনের ঘটনা প্রত্যক্ষ করলে বিষয়টি সম্পর্কে **ছাত্র বিষয়ক পরিচালকের দপ্তরে লিখিতভাবে অথবা অফিসিয়াল ই-মেইলের (dsa@ku.ac.bd)** মাধ্যমে অবহিত করলে জরুরী ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

(প্রফেসর ড. মোঃ সালাউদ্দীন)
ছাত্র বিষয়ক পরিচালক
খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা

সংযুক্তি:
১। শিক্ষার্থীদের আচরণ শৃঙ্খলা অধ্যাদেশ-২০১৮ এর অনুলিপি।

অনুলিপি: (জেষ্ঠ্যতার ক্রমানুসারে নয়)
১। রেজিস্ট্রার, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় (সদয় অবগতির জন্য)
২। ডিন, সকল স্কুল, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা (নোটিশ বোর্ডে বহুল প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ)
৩। সকল ডিসিপ্লিন প্রধান, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা (নোটিশ বোর্ডে ও প্রতি ব্যাচের ক্লাস রিপ্রেজেন্টেটিভদের মাধ্যমে বহুল প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ)
৪। প্রভোষ্ট, সকল হল, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা (নোটিশ বোর্ডে বহুল প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ)
৫। নোটিশ বোর্ড

Address
Office of the Director of Students' Affairs
Khulna University, Khulna 9208
Bangladesh

Contacts
(0088) 02 477734160
(0088) 02 477734110(Ext-5117)
dsa@ku.ac.bd
www.ku.ac.bd/dsa-office

গত ২৪/১০/২০১৮ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত একাডেমিক কাউন্সিলের ১৬১তম (বিশেষ) সভার সিদ্ধান্ত নম্বর ০১ এ সুপারিশকৃত এবং ২৫/১০/২০১৮ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেটের ১৯৭তম সভার সিদ্ধান্ত নম্বর ১৭ এ গৃহীত এবং ২৭/১০/২০১৮ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত সিনেটের ৩য় অধিবেশনের সিদ্ধান্ত নম্বর ০৫ অনুমোদিত

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা
শিক্ষার্থীদের আচরণ শৃঙ্খলা অধ্যাদেশ

শিরোনাম	১। এই অধ্যাদেশ খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের আচরণ শৃঙ্খলা অধ্যাদেশ নামে অভিহিত হবে।
	২। এই অধ্যাদেশ ২০১৮-২০১৯ শিক্ষাবর্ষ থেকে কার্যকর হবে।
সংজ্ঞা	৩। বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি না হলে এই অধ্যাদেশে- ক) 'শিক্ষার্থী' বলতে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যায়নরত শিক্ষার্থী বোঝাবে। খ) 'আচরণ' বলতে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত ভ্রমণকালে শিক্ষার্থীর আচরণ বোঝাবে। গ) 'বসবাস' বলতে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল আবাসিক হল ও খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত শিক্ষার্থীদের আবাসস্থলকে বোঝাবে। (ঘ) 'শৃঙ্খলা' বলতে বোঝাবে যা খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রীয় আইন/ ও খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রণীত বিধিমালা যা একজন রাষ্ট্রের নাগরিক ও খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী হিসাবে অবশ্য পালনীয়। (ঙ) 'শৃঙ্খলা বোর্ড' বলতে ১২/০১/১৯৯৩ ইং তারিখ অনুষ্ঠিত খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের ১০ (দশম) সভায় অনুমোদিত ৯ (নয়) সদস্য বিশিষ্ট কমিটিকে বোঝাবে। (চ) 'র‍্যাগিং' বলতে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী বা শিক্ষার্থীদের দ্বারা খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী বা শিক্ষার্থীদের উপর পরিচালিত মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন বোঝাবে। (ছ) 'নাশকতা' বলতে ইচ্ছাকৃতভাবে রাষ্ট্র ও খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাবর/অস্থাবর সম্পদের ক্ষতিসাধন করা, সুনাম ক্ষুন্ন করা ইত্যাদি বোঝাবে। (জ) 'চারিত্রিক সনদ' ছাত্র বিষয়ক পরিচালক, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক শিক্ষার্থীর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার্থীর অনুকূলে ইস্যুকৃত সনদকে বোঝাবে।
শৃঙ্খলা বোর্ড	৪। (ক) উপাচার্য, যিনি বোর্ডের সভাপতি; (খ) একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত দুই জন ডিন; (গ) একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত দুই জন ডিসিপ্লিন প্রধান; (ঘ) একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত দুই জন হল প্রভোস্ট; (ঙ) সিন্ডিকেট কর্তৃক মনোনীত বিশ্ববিদ্যালয়ের বেতনভোগী কর্মকর্তা নন এমন একজন সিন্ডিকেট সদস্য; (চ) ছাত্র বিষয়ক পরিচালক; যিনি বোর্ডের সদস্য-সচিব হবেন। মনোনীত সদস্যগণ সাধারণত দুই শিক্ষাবর্ষের জন্য মনোনীত হবেন। তবে তাঁদের উত্তরসূরি মনোনীত না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা দায়িত্ব পালন করবেন এবং তাঁদেরকে পুনঃমনোনয়ন দেয়া যাবে। শৃঙ্খলা বোর্ড এর সভায় পাঁচ জন সদস্য সমন্বয়ে কোরাম গঠিত হবে।

৫। প্রভোস্টগণ হল এবং তার অঙ্গনে কোনো ছাত্র কর্তৃক সংঘটিত সকল বিশৃঙ্খলা ও অসদাচরনজনিত ঘটনা, তাৎক্ষনিক গৃহিত ব্যবস্থাসহ (যদি থাকে), ছাত্র বিষয়ক পরিচালককে অবহিত করবেন। অনুরূপভাবে ডিসিপ্লিন প্রধানগণ শ্রেণিকক্ষ, ল্যাবরেটরি, ওয়ার্কশপ, স্টুডিও এবং শিক্ষাঙ্গনের যে কোনো অংশে সংঘটিত এরূপ ঘটনা তাৎক্ষণিক গৃহিত ব্যবস্থাসহ (যদি থাকে) ছাত্র বিষয়ক পরিচালককে অবহিত করবেন। ছাত্র বিষয়ক পরিচালক প্রাপ্ত সকল রিপোর্ট উপাচার্য মহোদয়কে অবহিত করবেন। ইনভিজিলেটরগণ পরীক্ষাহলে সংঘটিত এরূপ ঘটনা তাৎক্ষণিক গৃহিত ব্যবস্থাসহ (যদি থাকে), প্রধান ইনভিজিলেটরের মাধ্যমে শৃঙ্খলা বোর্ডকে অবহিত করবেন।

৬ (ক) কোনো শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ের আদেশ, নিয়ম-শৃঙ্খলা, অধ্যাদেশ, সংবিধি ইত্যাদি অমান্য অথবা ভঙ্গ করলে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রতি অসদাচরণ করলে অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অথবা ছাত্র বিষয়ক পরিচালক অথবা শিক্ষকগণের কাছে অসদাচরণ এবং শৃংখলা ভঙ্গ হিসেবে প্রতীয়মান হয় এমন কোনো অপরাধ সংঘটিত করলে তার বিরুদ্ধে শাস্তিমুলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে। এ অবস্থায় ৬ (খ) উপধারায় বর্ণিত শাস্তিমুলক ব্যবস্থা গ্রহণকারী কর্তৃপক্ষের বিবেচনা মতে অপরাধের মাত্রার উপর নির্ভর করে সতর্কীকরণ, অর্থদন্ড, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাময়িক কিংবা স্থায়ীভাবে বহিস্কার করা যাবে।

(খ) শাস্তিমুলক ব্যবস্থা গ্রহণকারী কর্তৃপক্ষ এবং তাদের ক্ষমতাবলে কোনো শিক্ষার্থী কিংবা শিক্ষার্থীগোষ্ঠীর উপর প্রদানযোগ্য শাস্তির মাত্রা নিম্নরূপঃ

কলামঃ ০১ শাস্তিমুলক ব্যবস্থা গ্রহণকারী কর্তৃপক্ষ	কলামঃ ০২ ক্ষমতা	কলামঃ ০৩ আপীল কর্তৃপক্ষ
শৃঙ্খলা বোর্ড	সতর্কীকরণ, অভিভাবকসহ মুচলেকা, অর্থদন্ড, কোনো নির্দিষ্টসময়ের জন্য বহিস্কার, স্থায়ীভাবে বহিস্কার	একাডেমিক কাউন্সিল
উপাচার্য	সতর্কীকরণ, অর্থদন্ড, সর্বোচ্চ এক বছর বহিস্কার	শৃংখলা বোর্ড
ডিসিপ্লিন প্রধান (তাঁর ডিসিপ্লিনের শিক্ষার্থীদের উপর)	সংরক্ষণের জন্য ছাত্র বিষয়ক পরিচালকের কাছে রিপোর্ট প্রদানসহ সতর্কীকরণ, অভিভাবকসহ মুচলেকা, সর্বোচ্চ ৫,০০০/-(পাঁচ হাজার টাকা) অর্থদন্ড	উপাচার্য, বাইরে সংঘটিত অপরাধ উপাচার্যের অনুমোদন সাপেক্ষে হল
ছাত্র বিষয়ক পরিচালক	সতর্কীকরণ, অভিভাবকসহ মুচলেকা, সর্বোচ্চ ১০,০০০/-(দশ হাজার টাকা) অর্থদন্ড, সাময়িক কিংবা স্থায়ীভাবে বহিস্কার অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হবে	উপাচার্য
প্রভোস্ট (তাঁর নিজ হলের শিক্ষার্থীদের উপর)	সতর্কীকরণ, সর্বোচ্চ ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার টাকা) অর্থদন্ড সর্বোচ্চ এক বছরের জন্য হল থেকে বহিস্কার	ছাত্র বিষয়ক পরিচালক
শিক্ষকগণ/সহকারী প্রভোস্টগণ/শারীরিক শিক্ষা চর্চা পরিচালক	সংরক্ষনের জন্য ডিসিপ্লিন প্রধানের মাধ্যমে প্রভোস্টের মাধ্যমে/সরাসরি (যে ক্ষেত্রে যেভাবে প্রযোজ্য) ছাত্র বিষয়ক পরিচালকের কাছে রিপোর্ট প্রদানসহ সতর্কীকরণ, সর্বোচ্চ ১,০০০/-(এক হাজার) টাকা অর্থদন্ড	ডিসিপ্লিন প্রধান/ প্রভোস্ট/ ছাত্র বিষয়ক পরিচালক(যিনি যে ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)

৭। র‍্যাগিং সংশ্লিষ্ট অপরাধে অভিযোগ প্রমাণিত হলে ৬(খ)-এর উপধারায় কলাম-০১ কর্তৃক কলাম-০২ এ উল্লিখিত সর্বোচ্চ দন্ড প্রযুক্ত হবে। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্থায়ীভাবে বহিস্কারের ক্ষেত্রে উক্ত উদ্দেশ্যে গঠিত স্বতন্ত্র তদন্ত কমিটি কর্তৃক সন্দেহাতীতভাবে অপরাধ প্রমাণিত হতে হবে।

৮। উপাচার্য যদি মনে করেন, শৃঙ্খলা বোর্ড ব্যতীত উপরিল্লিখিত কোনো কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোনো শিক্ষার্থী কিংবা শিক্ষার্থীগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে গৃহিত ব্যবস্থা যথোপযুক্ত হয়নি অথবা সংঘটিত অপরাধের শাস্তি ছয় মাসের অধিক সময়ের জন্য বহিস্কারযোগ্য তাহলে তিনি বিষয়টি যথাযথ তদন্তের জন্য ছাত্র বিষয়ক পরিচালকের নিকট প্রেরণ করবেন। ছাত্র বিষয়ক পরিচালক পুনঃতদন্তপূর্বক তদন্ত প্রতিবেদন শৃঙ্খলা বোর্ডে প্রেরণ করবেন।

৯। ৬(খ) উপধারার কলাম-১ এ উল্লিখিত কোনো কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোনো শিক্ষার্থী বা শিক্ষার্থীগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে গৃহিত ব্যবস্থার পর ঐ শিক্ষার্থী বা শিক্ষার্থীদের কলাম-৩ এ উল্লিখিত আপিল কর্তৃপক্ষের কাছে বিষয়টি পুনঃবিবেচনার জন্য আবেদন করতে পারবে।

শাস্তিমুলক ব্যবস্থা গ্রহণে ছাত্র বিষয়ক পরিচালকের ক্ষমতা

১০। ছাত্র বিষয়ক পরিচালক কোনো শিক্ষার্থী বা শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে গৃহিত শাস্তিমুলক ব্যবস্থা সংরক্ষণপূর্বক কার্যকর করবেন। গুরুতর অপরাধে (নাশকতা ও রাষ্ট্রবিরোধী কর্যক্রম) শাস্তিপ্রাপ্ত এবং শৃঙ্খলা বোর্ড কর্তৃক নির্দেশিত হলে, ছাত্র বিষয়ক পরিচালক কর্তৃক ইস্যুকৃত চারিত্রিক সনদে গৃহিত ব্যবস্থাদি উল্লেখ থাকবে। তবে শাস্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীর লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে সিন্ডিকেটে ঐ ধরনের উল্লেখ রহিত করতে পারবেন।

পৃষ্ঠা নং-০২

১১। চারিত্রিক সনদ শুধুমাত্র ছাত্র বিষয়ক পরিচালক ইস্যু করবেন।

১২। জরুরি অবস্থায় ছাত্র বিষয়ক পরিচালক বিশ্ববিদ্যালয়ে কিংবা বাইরে তার সার্বক্ষণিক দায়িত্ব সম্পাদনে সহায়তা করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কোনো শিক্ষক/কর্মকর্তা/কর্মচারিকে অনুরোধ করতে পারবেন এবং তাঁকে সকল যুক্তিসংগত সাহায্য প্রদান করা সংশ্লিষ্ট শিক্ষক/কর্মকর্তা/ কর্মচারির দায়িত্ব হিসেবে বিবেচিত হবে।

১৩। সকল আবাসিক হল, হলে ব্যবহৃত সকল সম্পদ প্রভোস্টের নিয়ন্ত্রণ ও দায়িত্বে থাকবে। সহকারী প্রভোস্টগণ প্রভোস্টের নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানে কাজ করবেন ও প্রভোস্ট কর্তৃক ন্যস্ত সকল দায়িত্ব পালন করবেন। প্রভোস্ট হলের সকল সম্পদের যথাযথ ব্যবহারবিধি ও ক্যান্টিন ব্যবস্থাপনার জন্য উপযুক্ত নিয়মাবলী প্রনয়ণ করবেন। এই ধরনের নিয়মাবলী লিখিতভাবে ছাত্র বিষয়ক পরিচালককে অবহিত করবেন। মাঝে মাঝে ছাত্র বিষয়ক পরিচালক ও প্রভোস্টগণের সভায় এ সকল বিষয়ে পর্যালোচনা করতে হবে।

প্রভোস্টের ক্ষমতা

১৪। এক হলের কোনো আবাসিক শিক্ষার্থী অন্য কোনো হলে শৃঙ্খলাভঙ্গের দায়ে অভিযুক্ত হলে যে হলে শৃঙ্খলাভঙ্গের ঘটনা ঘটেছে সে হলের প্রভোস্ট বিষয়টি ঐ শিক্ষার্থীর আবাসিক হলের প্রভোস্টকে অবহিত করবেন। শিক্ষার্থীর আবাসিক হলের প্রভোস্ট তাঁর বিবেচনায় সঠিক মতে এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন যেন শৃঙ্খলাভঙ্গের বিষয়টি তাঁর নিজ হলে ঘটেছে। গৃহিতব্যবস্থাদি যে হলে শৃঙ্খলাভঙ্গের ঘটনা ঘটেছে সে হল প্রভোস্টকে অবহিত করবেন। যে হলে শৃঙ্খলাভঙ্গের ঘটনা ঘটেছে সে হলের প্রভোস্ট যদি শিক্ষার্থীর আবাসিক হলের প্রভোস্ট এর গৃহিত ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট না হন, তাহলে তিনি সম্পূর্ন বিষয়টি ছাত্র বিষয়ক পরিচালকের গোচরে আনতে পারবেন। ছাত্র বিষয়ক পরিচালক সংশ্লিষ্ট প্রভোস্টগণের সাথে পরামর্শক্রমে এই অধ্যাদেশের বিধানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১৫। হলের কোনো আবাসিক শিক্ষার্থী যদি শৃঙ্খলা ভঙ্গের জন্য দায়ী হয় অথবা যদি তার আচরণ সন্তোষজনক না হয়, তাহলে প্রভোস্ট ঐ শিক্ষার্থীকে হল ত্যাগ এবং একটি নিদিষ্ট সময়ের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের বাইরে অবস্থান করতে বাধ্য করতে পারবেন এবং গৃহিত ব্যবস্থাদি ছাত্র বিষয়ক পরিচালকে অবহিত করবেন।

১৬। ছাত্র বিষয়ক পরিচালকের লিখিত অনুমতি ছাড়া অধ্যাদেশ বলে গঠিত বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীক ছাত্র সংসদ, হল ছাত্র সংসদ এবং ডিসিপ্লিনের ছাত্র সমিতি ব্যতিত অন্য কোনো ক্লাব অথবা সমিতি অথবা ছাত্র সংগঠন গঠন করা যাবে না। ছাত্র বিষয়ক পরিচালকের পূর্বানুমতি ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে শিক্ষার্থীগণ কর্তৃক কোনো মিটিং, পার্টি কিংবা বিনোদনের ব্যবস্থা করা যাবে না। ছাত্র বিষয়ক পরিচালকের পূর্বানুমতি ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস চলাকালীন কোন শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয় অংগনে বাদ্যযন্ত্র বাজাতে পারবে না।

১৭। (ক) খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো শিক্ষার্থী কোনো রাজনৈতিক দলের ছাত্র সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত থাকতে পারবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাধীন যে কোনো স্থানে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীবৃন্দ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দলীয় রাজনৈতিক মত চর্চা, প্রচার কিংবা প্রদর্শন করতে পারবে না অথবা রাজনৈতিক দলের মতাদর্শ সংবলিত যে কোনো ধরনের পোস্টার, লিফলেট, বুলেটিন, ব্যানার, প্রতীক, ম্যাগাজিন, রাজনৈতিক দলের পতাকা এবং অন্যান্য প্রকাশনা প্রকাশ, প্রচার করতে পারবে না অথবা কোনো রাজনৈতিক দলের পৃষ্ঠপোষকতায় কোনো সভা, সমিতি, কিংবা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে পারবে না। কোনো শিক্ষার্থী বা শিক্ষর্থীদের এ ধরনের বিধান লংঘন করতে দেখা গেলে তার বা তাদের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিস্কারসহ অন্যান্য শাস্তিমুলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

খ) বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন শিক্ষার্থী বা শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালযে ধর্মঘট আহবান করতে পারবেনা ক্লাস, ল্যাবরেটরী, লাইব্রেরী এবং ফিল্ডওয়ার্কে যোগ দিতে ইচ্ছুক বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন শিক্ষার্থীকে স্বাভাবিক চলাচলে বাঁধা দিতে পারবেনা। শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গনে কোন অংশে আথবা এর পাশ্ববর্তী এলাকায় বিক্ষভ সংগঠণ কিংবা প্রদর্শণ করতে পারবেনা। কোন শিক্ষার্থী বা শিক্ষার্থীগন এ বিধান লংঘন করলে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক শাস্তিমুলক ব্যবস্থা গৃহীত হবে।

১৮। শারীরিক শিক্ষা চর্চা বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত খেলাধুলায় নির্ধারিত বিধি-বিধান মেনে চলতে হবে। বিধি লংঘনের ক্ষেত্রে শারীরিক শিক্ষা চর্চা বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে অন্যান্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

১৯। প্রকাশিত হল সংসদ ম্যাগাজিন, কেন্দ্রীয় সংসদ ম্যাগাজিন কিংবা শিক্ষার্থীদের যে কোনো ধরনের বুলেটিন এবং পোস্টারের প্রতিকী সংখ্যা ছাত্র বিষয়ক পরিচালকের বরাবরে জমা দিতে হবে।

২০। উপাচার্য উপযুক্ত কারণে কোনো জার্নাল অথবা ম্যাগাজিন অথবা যে কোনো প্রকাশনা অস্থায়ী বা স্থায়ীভাবে বন্ধ করে দিতে পারবেন।

২১। কোনো শিক্ষার্থী ইচ্ছাকৃতভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো সম্পত্তি ধ্বংস অথবা ক্ষতিসাধন অথবা বিকৃত করলে, ক্ষতিপুরণ সহ অন্যান্য শাস্তি যেমন অর্থদন্ড এবং জামানত বাজেয়াপ্ত ইত্যাদি প্রযোজ্য হবে।

২২। শিক্ষকগণ, প্রভোস্টগণ, ছাত্র বিষয়ক পরিচালক এবং উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে কোনো শিক্ষার্থীকে অন্য কোনো ব্যক্তির প্রতি অসদাচারণ করতে দেখলে বিশ্ববিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তার বিরুদ্ধে ৬ এর (খ) উপধারায় কলাম-২ এ উল্লিখিত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবনে।

২৩। শৃঙ্খলা বোর্ড কোনো শিক্ষার্থীকে নৈতিক স্খলনজনিত অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করলে সাধারনভাবে তাকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্থায়ীভাবে বহিষ্কার করা হবে। শাস্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীর আপিলের পরিপ্রেক্ষিতে একাডেমিক কাউন্সিল অপরাধ পুনঃবিবেচনা করতে পারবেন।

২৪। কোনো শিক্ষার্থী জঙ্গীবাদ ও মাদকসংশ্লিষ্ট কোনো অপরাধ তথা দেশের আইনের চোখে অনৈতিক অথবা সামাজিক অপরাধ হিসেবে বিবেচিত কার্যকলাপ করতে দেখলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ঐ শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধে শাস্তিমুলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন।

২৫। স্থায়ীভাবে বহিষ্কারের শাস্তির জন্য এ অধ্যাদেশে উল্লিখিত সকল ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র কমিটি কর্তৃক তদন্তে অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হতে হবে।

২৬। শৃঙ্খলা বোর্ড কর্তৃক গৃহিত যেকোনো ব্যবস্থা সিন্ডিকেটকে অবহিত করতে হবে।

অধ্যাপক মোঃ শরীফ হাসান লিমন
ছাত্র বিষয়ক পরিচালক
ও
সদস্য-সচিব, সংশ্লিষ্ট কমিটি
খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়।